ইক্বামতে দ্বীন :
পথ ও পদ্ধতি

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

২য় সংস্করণের ভূমিকা

(مقدمة المؤلف للطبعة الثانية)

‘ইক্বামতে দ্বীন’ অর্থ ইক্বামতে তাওহীদ। অর্থাৎ মুমিনের সার্বিক জীবনে এক আল্লাহ্র দাসত্ব কায়েম করা। যা দু‘ভাবে হয়ে থাকে। ১. আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান সমূহের যথাযথ অনুসরণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে। ২. আল্লাহ বিরোধী সকল প্রকার জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে আপোষহীন থাকার মাধ্যমে। আমর বিল মা‘রূফ ও নাহি ‘আনিল মুনকার তথা ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ যার সার্বক্ষণিক নীতি হিসাবে অনুসৃত হয় *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। যোগ্য আমীরের অধীনে নিবেদিতপ্রাণ একদল কর্মীর জামা‘আতবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে যা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে *(নিসা ৪/৫৯; ছফ ৬১/৪)*। এভাবেই আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে মানব জাতির উপরে সাক্ষ্যদাতা ‘মধ্যপন্থী উম্মত’ হিসাবে সম্মানিত করেছেন *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)*।

বিগত সকল নবী এবং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসৃত উপরোক্ত নীতিই হ’ল দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি। উক্ত চিরন্তন নীতির বাইরে গিয়ে ইসলামের প্রথম যুগে চরমপন্থী খারেজী ও শী‘আ দল এবং তাদের বিপরীতে শৈথিল্যবাদী মুর্জিয়া দল ভ্রান্ত পথের সূচনা করে। পরবর্তীতে তাদেরই অনুসরণে যুগে যুগে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দেশে নানাবিধ দল ও উপদল সৃষ্টি হয়েছে। শেষোক্ত দলটি চরম শৈথিল্য দেখিয়ে বৈষয়িক জীবনে প্রবৃত্তি পূজারী হয়েছে এবং ইসলামকে ছেড়ে নানা বিজাতীয় কুফরী মতবাদ কবুল করেছে। অন্যদিকে চরমপন্থী দলটি দ্রুত ক্ষমতা লাভের মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের স্বপ্ন দেখেছে এবং সেটাকেই ‘বড় ইবাদত’ মনে করেছে। বর্তমানে যার প্রাদুর্ভাব বিশ্বব্যাপী দেখা যাচ্ছে। এটি পারস্পরিক ক্রিয়া ও

প্রতিক্রিয়ার কারণে হ'তে পারে। অথবা 'ইক্বামতে দ্বীন' সম্পর্কে অজ্ঞতা ও স্বচ্ছ ধারণার অভাবের কারণে হ'তে পারে।

ইসলামের প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই উপরোক্ত দুই পরস্পর বিরোধী নীতির বাইরে সর্বদা মধ্যপন্থী নীতির অনুসরণ করে এসেছেন 'আহলুল হাদীছ' বিদ্বানগণ। তাঁরা মুসলিম উম্মাহকে সকল প্রকার ভ্রান্ত পথ ছেড়ে বিশুদ্ধ ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এদেশে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এবং তার অঙ্গ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহ একই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তাঁরা উক্ত লক্ষ্যে জামা'আতবদ্ধভাবে সমাজ সংস্কারের গুরু দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

আলোচ্য 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি' বইটি মূলতঃ দু'টি নিবন্ধের সমষ্টি। প্রথমটি এদেশে জঙ্গীবাদ মাথা চাড়া দেওয়ার শুরুতে মাসিক 'আত-তাহরীক' ১৯৯৮ সালের (২/২) নভেম্বর সংখ্যায় এবং দ্বিতীয়টি ২০০৩ সালের (৬/১০) জুলাই সংখ্যায় 'দরসে কুরআন' কলামে প্রকাশিত হয়। অতঃপর ২০০৪ সালের মার্চ মাসে দু'টি দরস মিলিতভাবে একটি বই আকারে ১ম সংস্করণ বের হয়। বর্তমান ২য় সংস্করণে যাতে খুব সামান্যই সংশোধনী এসেছে।

সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে এই বইটিই দেশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের আক্বীদা ও আমলে ইসলামের সঠিক রূপ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত ব্যালট ও বুলেট কোন পদ্ধতিতেই সমাজে প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। এ বইয়ের মাধ্যমে বহু পথহারা মানুষ ইসলামের সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে এবং ভবিষ্যতেও পাবে *ইনশাআল্লাহ*।

পরিশেষে আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা। অতঃপর তাঁর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের প্রতি রইল অসংখ্য দরূদ ও সালাম।

নওদাপাড়া, রাজশাহী
৩রা সেপ্টেম্বর ২০১৬ শনিবার।

বিনীত-
লেখক।

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	২য় সংস্করণের ভূমিকা	০৩
	প্রথম ভাগ	
২.	ইক্বামতে দ্বীন	০৬
৩.	ইক্বামতে দ্বীন অর্থ ইক্বামতে তাওহীদ	০৬
৪.	তাওহীদ বিশ্বাসে পরিবর্তন : সে যুগে	০৮
৫.	তাওহীদ বিশ্বাসে পরিবর্তন : এ যুগে	০৯
৬.	‘ইক্বামতে দ্বীন’-এর অর্থ : মুফাসসিরগণের দৃষ্টিতে	১১
৭.	‘ইক্বামতে দ্বীন’ অর্থ ‘ইক্বামতে হুকূমত’ (?)	১৫
৮.	মাওলানা মওদূদীর ব্যাখ্যা	১৬
৯.	পর্যালোচনা	১৭
১০.	দু’টি দাওয়াত দু’টি আনুগত্যের প্রতি	১৯
	দ্বিতীয় ভাগ	
১১.	দ্বীন কায়েমের পথ ও পদ্ধতি	২১
১২.	আয়াতটি পর্যালোচনা	২৩
১৩.	আক্বাবাহ্র ১ম বায়‘আত	২৫
১৪.	আক্বাবাহ্র ২য় বায়‘আত	২৫
১৫.	আক্বাবাহ্র ৩য় বায়‘আত বা বায়‘আতে কুবরা	২৭
১৬.	সমাজ বিপ্লবের সূচনা	২৯
১৭.	দাওয়াত ও বায়‘আত	৩০
১৮.	বায়‘আতের অর্থ	৩১
১৯.	দ্বীন বনাম হুকূমত	৩২
২০.	জিহাদের প্রস্তুতি	৩৩
২১.	বাংলাদেশ প্রেক্ষিত	৩৫
২২.	খারেজী আক্বীদা	৩৬
২৩.	খারেজীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী	৩৮
২৪.	সরকারের বিরুদ্ধে অপতৎপরতা	৪০
২৫.	উপসংহার	৪৫
২৬.	ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি- এক নযরে	৪৭

প্রথম ভাগ

ইক্বামতে দ্বীন*

(الجزء الأول : إقامة الدين)

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ–

অনুবাদ : ‘তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমরা প্রত্যাদেশ করেছি তোমার প্রতি ও যার আদেশ দিয়েছিলাম আমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর ও তার মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। তুমি মুশরিকদের যে বিষয়ের দিকে আহ্বান জানিয়ে থাক, তা তাদের কাছে অত্যন্ত কঠিন মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। আর তিনি পথ প্রদর্শন করেন ঐ ব্যক্তিকে, যে তাঁর দিকে প্রণত হয়’ *(শূরা ৪২/১৩)*।

ইক্বামতে দ্বীন অর্থ ইক্বামতে তাওহীদ (إقامة الدين اى إقامة التوحيد) :

শাব্দিক ব্যাখ্যা : (১) আক্বীমুদ্দীনা অর্থ : ‘তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর’। أَقَامَ يُقِيْمُ إِقَامَةً অর্থ- দাঁড় করানো, প্রতিষ্ঠিত করা। باب إفعال থেকে أمـــر حاضر معروف বহুবচনে أَقِيْمُـــوْا ‘তোমরা দাঁড় করাও বা প্রতিষ্ঠিত কর’। দ্বীন (دِيْـــنٌ) অর্থ : ‘তাওহীদ এবং আল্লাহ্র আনুগত্যপূর্ণ সকল কাজ’। এর আরও অনেকগুলি অর্থ রয়েছে। যেমন : হিসাব-নিকাশ, আত্মসমর্পণ, মিল্লাত, আদত, হালত, সীরাত, অধিকার, শক্তি, শাসন, নির্দেশ, ফায়ছালা, আনুগত্য, পরহেযগারী, বদলা, বিজয়, গ্লানি, গোনাহ, যবরদস্তি, বাধ্যতা, অবাধ্যতা ইত্যাদি।[১] অত্র আয়াতে ‘দ্বীন’ অর্থ হ’ল تَوْحِيدُ اللهِ وَطَاعَتُهُ ‘আল্লাহ্র একত্ব ও তাঁর প্রতি আনুগত্য’।[২]

---

* মাসিক আত-তাহরীক ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৮ ‘দরসে কুরআন’ কলামে প্রকাশিত।
১. আল-মুনজিদ, আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব, আল-মু‘জামুল ওয়াসীত্ব।
২. কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর উক্ত আয়াত।

(২) অলা তাতাফার্রাকূ ফীহি অর্থ- ‘তোমরা এর মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করো না’। অর্থাৎ ‘তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বিভক্ত হয়ো না’।

ব্যাখ্যা : প্রথমেই দু’টি ‘মুতাশা-বিহ’ আয়াত সহ সর্বমোট ৫০টি আয়াত সমৃদ্ধ এই মাক্কী সূরাটিতে অন্যান্য মাক্কী সূরার ন্যায় মূলতঃ আক্বীদা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য ১৩ নং আয়াতে বর্ণিত ইক্বামতে দ্বীন বা তাওহীদ প্রতিষ্ঠার বিষয়টিই হ’ল অত্র সূরার মুখ্য বিষয়। অন্য সকল আলোচনা এই মুখ্য বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে।

অত্র আয়াতে আল্লাহ মক্কাবাসী তথা দুনিয়াব্যাপী মুশরিক সমাজকে লক্ষ্য করে এরশাদ করেন যে, তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভু আল্লাহ নির্ধারিত করেছেন সেই দ্বীন, যা তিনি নির্ধারিত করেছিলেন দুনিয়ার প্রথম রাসূল হযরত নূহ (আঃ)-এর জন্য। অতঃপর শ্রেষ্ঠ রাসূলগণের মধ্যে ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্য। আর সেটা হ’ল ‘এককভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করা ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা’(هُوَ عِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ)।

যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ‘আর আমরা তোমার পূর্বে কোন রাসূল প্রেরণ করিনি এই প্রত্যাদেশ ব্যতীত যে, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর’ *(আম্বিয়া ২১/২৫)*। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, : وَالأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاَّتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ ‘নবীগণ পরস্পরে বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁদের মায়েরা পৃথক। কিন্তু সকলের দ্বীন এক’।[৩]

অর্থাৎ তাওহীদ-এর মূল বিষয়ে আমরা সবাই এক। যদিও শরী‘আত তথা ব্যবহারিক বিধি-বিধান সমূহে আমাদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ‘প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আমরা পৃথক পৃথক বিধান ও রীতি-পদ্ধতি নির্ধারণ

৩. বুখারী হা/৩৪৪৩; মুসলিম হা/২৩৬৫; মিশকাত হা/৫৭২২ ‘ক্বিয়ামতের অবস্থা’ অধ্যায়।

করেছি' *(মায়েদাহ ৫/৪৮)*। অতএব নূহ (আঃ) হ'তে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবীর অভিন্ন দ্বীন অর্থাৎ তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত এবং ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ প্রভৃতি মৌলিক আক্বীদা ও ইবাদত সমূহ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অত্র আয়াতে উম্মতে মুহাম্মাদীকে বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং সাথে সাথে এই সব মৌলিক বিষয়ে কোনরূপ মতভেদ ও দলাদলি না করার জন্য কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ বলেন, তাওহীদের মূল আহ্বানের দিকে ফিরে আসা মক্কার মুশরিকদের জন্য খুবই কষ্টকর। যদিও তারা নিজেদেরকে ইবরাহীমী দ্বীনের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী করত। যেমন বলা হয়েছে যে, নবুঅত লাভের পূর্বে كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى دِيْنِ قَوْمِهِ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় কওমের দ্বীনের উপরে কায়েম ছিলেন'। অর্থাৎ ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর দ্বীনের উত্তরাধিকার হিসাবে তাদের মধ্যে হজ্জ-ওমরাহ, বিবাহ-তালাক, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য সামাজিক রীতি-নীতি সমূহ চালু ছিল। মাজদুদ্দীন ফীরোযাবাদী (৭২৯-৮১৭ হি.) বলেন, وأما التَّوْحيدُ فإنهم كانوا قد بَدَّلُوه، والنبي، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لم يَكن إلا عليه 'কিন্তু তাওহীদকে তারা বদলে ফেলেছিল। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাওহীদের মূল দাবীর উপরে অটল ছিলেন'।[৪]

তাওহীদ বিশ্বাসে পরিবর্তন : সে যুগে (تبديل عقيدة التوحيد فى الزمان السابق)

মক্কার নেতারা তাওহীদের কোন্ অংশ বদলে ফেলেছিল? তারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করত। তারা আখেরাত ও ক্বিয়ামতে বিশ্বাসী ছিল।

---

৪. ফীরোযাবাদী মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ, আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব (বৈরূত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬/১৯৮৬) ১৫৪৬ পৃ.। ফীরোযাবাদী এখানে : وفي الحديث 'হাদীছে আছে' বলেছেন। কিন্তু আমরা উক্ত মর্মে কোন হাদীছ খুঁজে পাইনি। ইবনু হিব্বান উক্ত দাবীকে الخبر المدحض বা 'বাতিল খবর' বলে আখ্যায়িত করেছেন। দ্র. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬২৭২ সনদ হাসান ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن النبي صلى الله عليه و سلم كان على دين قومه قبل أن يوحى إليه অনুচ্ছেদ।

তাহ'লে কোন্ সে কারণ ছিল যেজন্য তারা 'মুশরিক' বলে অভিহিত হ'ল? তাদের রক্ত হালাল বলে সাব্যস্ত হ'ল? এর একটিই মাত্র জওয়াব এই যে, তারা আল্লাহকে 'খালেক্ব' ও 'রব' হিসাবে মেনে নিলেও তাঁর নাযিলকৃত হালাল-হারাম ও অন্যান্য ইবাদত ও বৈষয়িক বিধি-বিধান সমূহ মানেনি। এমনকি রাসূল (ছাঃ)-কে 'হক' জেনেও অহংকার বশে তারা তাঁকে মানতে পারেনি। বরং সহিংস বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রেও তারা অন্যকে শরীক করেছিল। তাদের মৃত পূর্বসূরীদের মূর্তি বানিয়ে পবিত্র কা'বা গৃহে স্থাপন করেছিল ও তাদের অসীলায় ও সুফারিশে পরকালে মুক্তি পাওয়ার মিথ্যা ধারণায় বিশ্বাসী ছিল। ফলে আল্লাহকে খুশী করার পরিবর্তে তারা ঐসব মূর্তিকে খুশী করার জন্য জান-মাল উৎসর্গ করত। নযর-নিয়ায ও মানতের ঢল নামিয়ে দিত। অন্যদিকে সূদ-ঘুষ, মদ্যপান, নারী নির্যাতন মহামারীর রূপ ধারণ করেছিল। এক কথায় 'তাওহীদে রুবূবিয়াত'কে তারা মেনে নিলেও 'তাওহীদে ইবাদত' এবং 'তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত'-কে তারা মানেনি। এভাবে তারা মূল তাওহীদকেই বদলে ফেলেছিল।

তাওহীদ বিশ্বাসে পরিবর্তন : এ যুগে (تبديل عقيدة التوحيد فى الزمان الحاضر)

এ যুগের মুসলিমরা নামের দিক দিয়ে মক্কার নেতাদের ন্যায় আব্দুল্লাহ, আব্দুল মুত্ত্বালিব, আবু ত্বালিব হ'লেও প্রবৃত্তিপূজার কারণে এবং দুনিয়াবী স্বার্থে আল্লাহ্র নাযিলকৃত হারাম-হালাল ও অন্যান্য ইবাদত ও বৈষয়িক বিধান সমূহ মানেনা। প্রকাশ্যে অস্বীকার না করলেও বাস্তবে তারা এসবকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত সূদ ও সূদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি তথা জুয়া-লটারী-মুনাফাখোরীকে তারা আইনের মাধ্যমে চালু রেখেছে। পতিতাবৃত্তির মত হারাম ও জঘন্য প্রথাকে রাষ্ট্রীয় সহায়তা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। সিনেমা, টেলিভিশন, ভিসিআর-ভিসিপির সাহায্যে ব্লু ফিল্ম, রাস্তাঘাটে, পত্র-পত্রিকায় সর্বত্র নগ্ন ছবি ও পর্ণো সাহিত্যের ছড়াছড়ির মাধ্যমে যৌন সুড়সুড়ি দিয়ে যেনা-ব্যভিচারকে ব্যাপক রূপ দিয়েছে। নারী নির্যাতন আজ আইয়ামে জাহেলিয়াতকেও হার মানিয়েছে। জাহেলী যুগের গোত্রীয় রাজনীতি আজকের যুগে গণতন্ত্রের নামে হিংসা ও প্রতিহিংসার দলবাজী রাজনীতিতে রূপ নিয়েছে। দলীয় স্বার্থে আইন ও ন্যায়বিচার এমনকি দেশের জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইবাদতের নামে চালু হয়েছে অগণিত শিরক ও বিদ‘আতী প্রথা। জাহেলী যুগের মূর্তিপূজার বদলে চালু হয়েছে কবরপূজার শিরকী প্রথা। সে যুগের মুশরিকরা প্রাণহীন মূর্তির অসীলায় পরকালীন মুক্তি কামনা করত। এ যুগের মুসলিমরা মৃত পীরের অসীলায় পরকালীন মুক্তি কামনা করে। সম্মান প্রদর্শনের নামে মূর্তির বদলে প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হচ্ছে। শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন, মঙ্গলঘট, মঙ্গল প্রদীপ ইত্যাদির মাধ্যমে অগ্নিউপাসক ও হিন্দুয়ানী শিরক সমূহ রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করা হয়েছে। জাহেলী আরবের জঘন্য ‘হীলা’ প্রথা আজও ‘মাযহাবে’র দোহাই দিয়ে মুসলিম সমাজে চালু রাখা হয়েছে এবং এর ফলে অসংখ্য নারীর ইযযত নিয়ে ধর্মের নামে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। অনেক মা-বোন লজ্জায় ও গ্লানিতে আত্মহত্যা করছেন। অথচ ধর্মের (?) ও তথাকথিত ধর্মনেতাদের ভয়ে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করতে পারছেন না। ভারতীয় হিন্দু ও পারসিক অগ্নি উপাসকদের অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী কুফরী দর্শন আজকের ছূফী নামধারী মারেফতী পীর-ফকীরদের মাধ্যমে জোরেশোরে প্রচারিত হচ্ছে ও তাদের খপ্পরে পড়ে সরলসিধা অসংখ্য ঈমানদার মুসলমান দৈনিক নিজেদের ঈমান খোয়াচ্ছেন।

সৃষ্টিকর্তার সাথে সৃষ্টির পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়ে ‘যত কল্লা তত আল্লাহ’ শিখানো হচ্ছে। ‘আউলিয়ারা মরেন না’ ‘পীরের অসীলা ব্যতীত মুক্তি নেই’। এইসব ধোঁকা দিয়ে মানুষকে মানুষ পূজায় ও কবরপূজায় প্ররোচিত করা হচ্ছে। ফলে কবর ও ওরসের ব্যবসা দিন দিন ফুলে-ফেঁপে উঠছে। কিন্তু দুখী মানুষকে দেখার কেউ নেই। ছালাতে আল্লাহ্‌র কাছে কাঁদার লোক নেই। অথচ তথাকথিত মারেফতের মজলিসে ফানাফিল্লাহ-বাক্বাবিল্লাহ্‌র নামে মানুষ কেঁদে বেহুঁশ হচ্ছে। অন্যদিকে একদল লোক ক্ষমতা দখলের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ক্ষমতাসীনদের হত্যা করতে পারলেই জান্নাত লাভের সুড়সুড়ি দিয়ে তরুণদের ‘জঙ্গী’ ও আত্মঘাতী বানাচ্ছে।

তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী ও তার বিপরীতে অদৃষ্টবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে যে রাসূল (ছাঃ) কঠোর ধমকি প্রদান করেছেন, সেই জাহেলী যুগের কুফরী দর্শন ইসলামের নামে এদেশের রেডিও-টিভিতে এবং অন্যত্র সমানে প্রচার করা হচ্ছে ও মানুষকে ইচ্ছাশক্তিহীন ‘পুতুল’ বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। এভাবে ধর্মের নামে ও রাজনীতির নামে আল্লাহ প্রেরিত দ্বীনের বিরুদ্ধে আজ শতমুখী ষড়যন্ত্র চলছে। অতএব এ মুহূর্তে দ্বীনকে শিরক ও বিদ‘আত হ’তে